দৈনিক
আজকের দেশ বার্তা
Daily Ajker Deshbarta

তম বর্ষ ◆ ৪৩ সংখ্যা ◆ দিনাজপুর-৫২০০ ◆ বৃহস্পতিবার ◆ ১৯ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ◆ ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ ◆ ১৪ মহররম ১৪৪২ হিঃ

বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষনা ইনষ্টিটিউটে

গম উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ উত্তরন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥- বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষনা ইনষ্টিটিউটের মিলনায়তনে মৃখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিশিষ্ট মৃত্তিকা বিজ্ঞানী কবি ড. মোঃ বদরুজামানের সভাপতিত্বে গম উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ শীর্ষক এক কর্মশালা অত্র ইনষ্টিটিউটের মিলনায়তনে গতকাল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র ইনষ্টিটিউটের মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কৃষি প্রকৌশলী কৃষিবিদ ড. এম এছরাইল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী, অত্র ইনষ্টিটিউটের মৃখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আবু জামান সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দিনাজপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড: মোঃ মাহাবুর রহমান প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক ড. এম এছরাইল হোসেন বলেন, মঙ্গা কবলিত, হাওর বেষ্টিত, উপকূলীয় ও বিভিন্ন নদ নদীর অববাহিকার চরাঞ্চলে সিলেট ও পার্বত্য অঞ্চলের উচু-মাঝারী উচু ও নিম্নাঞ্চলের পতিত এবং আবাদ যোগ্য কৃষি জমিতে আগামী মৌসুমে গম আবাদ সম্প্রসারনের লক্ষ্যে বিএডিসি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও আদর্শ কৃষক-কৃষানীদেরকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে দেশে খাদ্য চাহিদা পূরনে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষনা ইনষ্টিটিউট বিভিন্ন প্রণোদনা-ভূর্তুকি বিভিন্ন প্রশিক্ষন, এবং কৃষি মিশিনারিজ এর মাধ্যমে বপন, রোপন ও মাড়াই কার্য্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে। এই জন্য সবাইকে নিরলস ভাবে কাজ করতে হবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, দিনের পর দিন দেশে গমের তৈরি খাদ্যের চাহিদা বেড়েই চলেছে। ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রংপুর, তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ গম

নীলফামারী, লালমনির হাট, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম সহ অন্যান্য অঞ্চলে গম আবাদের প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গত মৌসুমে লাগসই কৃষি প্রযুক্তি, দক্ষ ব্যাবস্থাপনা, আধুনিক কলা-কৌশল, কৃষি ভিত্তিক মিশিনারিজ ও নিবিড় প্রশিক্ষন ও পরিচর্যা প্রয়োগ করে সারা দেশে বাম্পার গমের ফলন হয়েছে। ৪৮ শতক জমিতে কোথাও ৩২ মন, কোথাও ২৮ মন, কোথাও ২৪ মন, কোথাও ২২ মন গমের ফলন পাওয়া গেছে। বারি গম -৩৩ ব্লাষ্ট মুক্ত, তাপসহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল একটি জাত এর পাশাপাশি অন্যান্য উফশী জাতের গমের আবাদও খুব ভাল হয়েছে। কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে।

উদ্ধর্তন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মাহাফুজ বাজ্জাজ ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মনোয়ার হোসেন এর সঞ্চালনায় এই কর্মশালায় আরো বক্তব্য রাখেন অত্র ইনষ্টিউটের উদ্ধর্তন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আকরব হোসেন, উদ্ধর্তন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান শাহ, ডিএইর দিনাজপুর উপ-পরিচালক মোঃ তহিদুল ইকবাল, মোঃ সিরাজুল ইসলাম সহ আট জেলার কৃষি সম্প্রসারন ও বিএডিসির উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগন সহ মাঠ পর্যায়ের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, আদর্শ কৃষক, কৃষি ভিত্তিক এনজিও প্রতিনিধিগন তাদের অভিজ্ঞতা সম্বলিত গম চাষের উপর বক্তব্য তুলে ধরেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রংপুর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আলী বলেন, বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষনা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভাবিত উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল গমের বীজের প্রচুর চাহিদা কৃষক পর্যায়ে রয়েছে। যাতে ভবিষ্যতে গম বীজের কোন সংকট দেখা না দেয় এজন্য গম ও ভূট্টা গবেষনা ইনষ্টিটিউট ও বিএডিসিকে সর্বদাই সু-নজর রাখতে হবে। এবার গমের আবাদের ব্যাপক চাহিদা বাড়বে। দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারন অধিপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ মাহাবুবুর রহমান বলেন, দেশে সাড়ে বারো লক্ষ হতে তের লক্ষ গম কৃষকদের আবাদযোগ্য জমিতে ফলন হয়ে থাকে। বাকী সাতান্ন হতে আটান্ন লক্ষ মেট্রিক টন গম বৈদশিক মূদ্রা খরচ করে বর্তমান সরকার অভ্যন্তরীন বাজারের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে আমদানী করে থাকে।

সভাপতির বক্তব্যে মৃখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ বদরুজ্জামান বলেন, গম অল্প সময়ে, অল্প সেচে, অল্প খরচে কৃষক ভাইয়েরা ঘরে তুলে লাভবান হয়ে থাকে। গম আবাদে কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে উফশী জাতের গম আবাদ করতে হবে এবং কৃষক-কৃষানীদের মুখে হাসি ফুটাতে হবে।